ব্রি ধান৩৪

যদি সুগন্ধিযুক্ত পোলাও চান
ব্রি ধান৩৪ লাগান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩৪ আমন মৌসুমের একটি সুগন্ধি পোলাও ধানের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৭ সালে যশোর অঞ্চলের স্থানীয় খাসকানি নামক ধান থেকে বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রি ধান৩৪ উদ্ভাবন করেছে। এটি সুগন্ধি এবং কালিজিরা ধানের মতই ছোট এবং পোলাও তৈরির জন্য খুবই উপযোগী।

ব্রি ধান৩৪

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭ সেমি।
- এ ধানের আলোক-সংবেদনশীলতা আছে।
- এটি সুগন্ধি এবং কালিজিরা ধানের মতই ছোট এবং পোলাও তৈরির জন্য খুবই উপযোগী।।

এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

ব্রি ধান৩৪ স্থানীয় পোলাও জাতের ধান চিনিগুড়া বা কালিজিরার মতই সুগন্ধি অথচ ফলন প্রায় দ্বিগুণ বিধায় কৃষকেরা এ ধানের আবাদ করে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারেন। তা ছাড়া এ ধানের আলোক সংবেদনশীলতা আছে বিধায় কিছুটা বিলম্বে রোপণযোগ্য।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১৩৫ দিন।

ফলন ঃ

ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন অর্থাৎ স্থানীয় পোলাও ধানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)।

২. **চারার বয়সঃ** ২৫-৩০ দিন

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
১২	৭	১০	৭

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সবক্ষেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৩৪-এ টুংরো রোগের আক্রমণের আশংকা বেশী। বালাই দমনে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৫-৩০ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd